মফিজ-উল হককে লেখা দুটি চিঠি। দেবপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত

ঘাটশিলা পোঃ

'গৌরীকুঞ্জ' ভবন।

জেলা (সিংভূম)।

B. N. RLY.

৩রা আশ্বিন, ১৩৫৭

(১)

সবিনয় নিবেদন,

মহাশয় আপনার বইগুলো পড়ে বড় আনন্দ পেয়েছি। আমার স্ত্রীর ও আমার অভিনন্দন গ্রহণ করুন। ঘাটশিলায় আসবার সময় ট্রেনে আমার স্ত্রী ও আমি আপনার 'অসমাপ্ত কাহিনী' ও 'হারিয়ে গেছে যে জীবন' পড়তে পড়তে সুন্দর বনভূমি ও শৈলমালায় কাছ দিয়ে আসছিলুম। গল্পের Moment সৃষ্টি করবার দুর্লভ ক্ষমতা আপনার আছে। আপনার ছোটগল্পের আঙ্গিক আপনার নিজস্ব, অভিজ্ঞতাও বিস্তৃত বিচিত্র ধরনের।

'অসমাপ্ত কাহিনী' সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, গল্পটিকে আরো Realistic করা চলতো মনে হয়। চমৎকার প্লটটি, বন্ধুর চরিত্র অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক, তবে ভিত্তিভূমি আরো দৃঢ় হওয়া মনে হয় বেশি বিশ্বাসযোগ্য হত।

ছোট গল্প লেখার দক্ষতায় আপনি বাংলা সাহিত্যে নিজের পথ নিজে কেটে চলবেন—এ আমার বিশ্বাস। আপনার গল্প আরো পড়বার আকাঙ্ক্ষা রইলো মনে।

আপনি চট্টগ্রামে কি করেন? আমি দু'তিনবার চট্টগ্রাম গিয়েছি। ওখানকার প্রাকৃতিক শোভা আমার সে সময়কার মনে শাশ্বত শান্তির বাণী পৌঁছে দিয়েছিল। এখন যেখানে আছি, সে স্থানও বড় সুন্দর। এই যে বসে লিখছি, জানালা দিয়ে সুবর্ণরেখার ওপারের নীল মেঘসদৃশ শৈলশ্রেণী চোখে পড়বে, ঘনশ্যাম শালবন, কূজনরত বিহঙ্গকুল চারিধারে। আপনি সাহিত্যিক—এ সবের মর্ম ভালোই বোঝেন, বেশি কি বলবো আপনাকে। আমি দেখে থাকি শ্রাবণ মাস পর্যন্ত, তারপর ভাদ্র থেকে পৌষ মাস পর্যন্ত এখানে থাকি—মাঘের প্রথমে দেশে ফিরে যাই। পুজোর সময় বেনারস বেড়াতে যাবো ভাবচি এবার।

প্রীতি নমস্কার গ্রহণ করুন।

ভবদীয়

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

(২)

'গৌরীকুঞ্জ'

ঘাটশিলা পোঃ

(সিংভূম)

B. N.

RLY

তারিখ, ১৯শে আশ্বিন,
১৩৫৭।

মান্যবরেষু,

আপনার উপন্যাসখানি ভালোভাবে পড়লুম। একটি বুভুক্ষাপীড়িত বেকার যুবকের অতি সুন্দর চিত্র। আর একটু বাড়ালে ভালো হতো। আমরা অনেক সময় খাটতে চাই না, বিদেশী নভেলিস্টদের তুলনায়। এই বেকার যুবককে নিয়ে দু'ভলুম বড় নভেল লেখা চলে। ধৈর্য চাই, অধ্যবসায় চাই। ভূমৈব সুখং, নামে সুখমস্তি এই মহাবাক্য স্মরণ করুন। আপনার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল বলেই একথা বল্লম। জানেন, আপনার এই চিঠিখানার ভাষা এত ভালো লেগেছে এখানকার লোকদের, তারা বারবার এটা পড়েছে ও যত্ন করে অপরকে পড়ে শুনিয়েছে। খুব লেগে থাকুন, ছাড়বেন না। যদিও পাকিস্তানে বাংলা ঔপন্যাসিকের আর্থিক ভবিষ্যতের কথা আমি কিছুই জানি না—তবু বাণীর সেবা, দশের সেবা, দেশের সেবা, রাষ্ট্রের সেবা—সেগুলোই বা ছোট কি? আপনার মতো লোকেরাই পূর্ব পাকিস্তানের কৃষ্টি ও সাহিত্যের কর্ণধার। এখানে আমার বাড়ি আছে। দেশে ম্যালেরিয়া বলে এই সময়টা ২/৩ মাস এখানে থাকি। কলেজ খুললেই ১৮ই নভেম্বর এখান থেকে চলে যাবো। আমি বনগ্রাম দীনবন্ধু মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক।

এদিকে এ সময় আমার বড় ভালো লাগে। অরণ্য ও শৈলমালা এদেশকে আমার চোখে স্বপ্নময় করেছে। আমার এক বন্ধু চাঁইবাসার বনবিভাগের বড় অফিসার, তাঁর মোটরে তাঁর সঙ্গে আর বছর বনভ্রমণে বার হয়ে পশ্চিম সিংভূম ও মহানদীর উভয় তীরের বনভূমিতে ১৫/১৬ দিন ছিলুম, এবার তিনি রাঁচি ডিভিশনে বদলি হয়েছেন। পুজোর পরেই তাঁর সঙ্গে ভ্রমণে বেরুবো। বনে বনে জংলী গুড়মি ফল খাবো, শৈলশীর্ষের অরণ্যে শেষ শরতে বন্য শেফালী ও দেবকাঞ্চন ফুলের প্রাচুর্য মনকে দোলা দেবে। বন্যহস্তীর বৃংহিতধ্বনি শুনবো অকস্মাৎ কোনো বনবিভাগের বাংলোর শয্যায় শুয়ে ঘুম ভাঙ্গা তৃতীয় প্রহর রাত্রে, ময়ূরের কেকা-রবে ঘুম ভাঙ্গবে শীতের ভোরবেলায়। মনে হবে জগতে কেউ কোথাও নেই। অনন্তকাল ধরে ওরেবুরা পার্বত্য ঝরনা বয়ে যাচ্ছে পাষাণতটে তাল রেখে, আর কূলে আমি বসে শুনছি ওর কলধ্বনি। ভগবান যেন পাগল আপনভোলা মহাশিল্পী। কেউ দেখতে আসে না মন দিয়ে। তবে কার জন্যে এ নির্জন অরণ্যের মধ্যে এ শিল্প রচনা করেছেন? চোখে জল এসেছে এই কথা ভেবে কতবার। চট্টগ্রামে রায়বাহাদুর অন্নদাপ্রসাদ দত্তের বাড়ি অনেকবার গিয়েছি। ওর ভাই বোধ হয় ওখানে এখনো আছেন। সীতাকুণ্ডের দৃশ্য বড় ভালো লেগেছিল, ৩/৪ বার গিয়েছি সীতাকুণ্ডে।

আপনার উন্নতি কামনা করি। শুভেচ্ছা ও নমস্কার নেবেন। আশা করি কুশলে আছেন।

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়